আজকের কাগজ

তারিখ 20 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

21

ঢাকা শুক্রবার ৬ চৈত্র ১৩৯৮

ভূমিকা দেখা গেছে জগন্নাথ কলেজের হল দখলের সময়। সেখানেও একজন কিশোর শ্রমজীবী গুলির আঘাতে মারা যায়, জগন্নাথ হলে বন্দুকযুদ্ধেও তারা ঠিক নীরব ছিল না। "অস্ত্রধারী ভাই" বলে আহবান জানিয়েছে সন্ত্রাসীদের। শনিবার পুলিশ নির্যাতনের ছবি বার হয়েছে দৈনিক পত্রিকায়, একটি যুবককে ফুটপাতে শোয়া অবস্থায় তাকে মারতে উদ্যত দুই পুলিশ। সাঈদাবাদে সুইপার কলোনীতে পুলিশের সাহায্যে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে সুইপারদের বাসস্থানে রাতের অন্ধকারে। নারী নির্যাতনের চেষ্টায় ছিল সন্ত্রাসীরা, পুলিশ কিছু বলে নাই তাদের। পুলিশের লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়েছে অনেকে, মারা গেছে একটি শিশু। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোট বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বহুদিন আগে।

নির্বাচিত সরকারকে এর জবাবদিহি করতে হবে। ধর্মঘট ভাঙবার সময়। ভীত সন্ত্রস্ত ছাত্রছাত্রী আশ্রয় গ্রহণ করতে গেলে টিএসসিতে পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয় হয়। পুলিশের এই দ্বৈত ভূমিকার জবাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে। ছাত্রের পর ছাত্র নিহত হচ্ছে ক্যাম্পাসে, পুলিশ এদের খুনীদের ধরতে পারে না। আত্মস্বীকৃত খুনীরা যথেষ্ট হুমকি দিয়ে চলেছে যা যে কোন সময় শান্তি ভঙ্গ করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করে। গণহত্যার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত, গণহত্যার উস্কানিদাতারা, নারী ধর্ষণের প্ররোচনাদাতারা নির্বিঘ্নে সমাজে বিচরণ করে, পুলিশ নীরব তাদের বেলাতেও। একজন বিদেশী নাগরিক বিনা ভিসায় ১৪ বছর দেশে বসবাস করে কোন্ আইনে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলতে পারে না। ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী শক্তি ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ায় সেখানেও পুলিশ নীরব। গণমানুষ যখন গণহত্যার উস্কানির দায়ে, নারী ধর্ষণের প্ররোচনার দায়ে গোলাম আযমের বিচারের দাবী করে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ আসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে উনিশ ঘন্টার নোটিশে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলে চড়াও হয়ে মৌলবাদী শিবির সন্ত্রাসী ছাত্রীদের হুমকি দেয় তখনও পুলিশ নীরব। উপাচার্যকে শিবিরচক্র গৃহবন্দী করে রাখেন, তাঁর মালামালের ক্ষতিসাধন করলেও পুলিশের নীরবতা ভঙ্গ হয় না। ভারতীয় দালালদের খতম করার শ্লোগান উঠেছে মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে পুলিশ তখনও কিছু বলে না। একাত্তরের ঘাতক দালালদের ভাষা আবার ব্যবহৃত হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলার ইতিপূর্বে কখন এত অবনতি হয় নাই। পুলিশ বিভাগের ভূমিকা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পুলিশ সরকারী দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের সমর্থন যোগাবে নীরবে নিষ্ক্রিয় থেকে।

অপরদিকে সরকার সন্ত্রাসবিরোধী বিল এনে সরকারী সন্ত্রাসকে স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছে। মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতিদিন। পুলিশ চোরাচালান বন্ধ করতে ব্যর্থ। রাস্তার যানজটের নিরসনে ব্যর্থ, আইন-শৃংখলা রক্ষা করতে ব্যর্থ। এক কথায় পুলিশ বিভাগের অকর্মণ্যতায় গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিরা, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীরা ক্রমশই সাহসী হয়ে উঠছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর জবাব দিতে বাধ্য।

কে এম সোবহান : প্রাক্তন বিচারপতি, লেখক প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব